গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭ জুলাই ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

২৫ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ০৯ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭ জুলাই ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২২তম সভা ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখ বেলা ২.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এর সভাপতিত্বে তাঁর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য সূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য সচিবকে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গত ২১/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গত ২১/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০২। বিগত ২১/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২১তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

২.১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

মহাপরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব জমিতে ৩০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি পুনর্গঠনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখ এবং ২৫/০২/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০১/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প অনুমোদিত হলে ভবন নির্মাণের জন্য জায়গা খালি করার প্রয়োজন হবে উল্লেখ করে সভাপতি এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলে মহাপরিচালক জানান যে, যাত্রাবাড়ি মৌজায় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১.৪৩ একর জমি গ্যারেজের জন্য বরাদ্দ নেয়ার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্রযোগাযোগ করা হয়েছে। জায়গাটির

বরাদ্দ পাওয়া গেলে গ্যারেজের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে স্টাফবাসগুলো সেখানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। সভায় উপস্থিত বোর্ডের সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান এ সময়ে বলেন যে, জায়গাটি তিনি পরিদর্শন করেছেন। যাত্রাবাড়ি মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের শেষপ্রান্তে অবস্থিত জায়গাটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস গুলো রাখার জন্য পর্যাপ্ত। স্থানটি ঢাকা শহরের একপ্রান্তে হওয়ায় অন্য প্রান্তের বাসগুলোর জন্য জ্বালানী খরচ বেশী হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, মিরপুর ৬ নং সেকশনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কাঠের কারখানা চত্তরে কিছু খালি জায়গা রয়েছে, কিছু সংস্কার কাজ করে এদিকে চলাচলকারী বোর্ডের ৫০/৬০টি বাস সেখানে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে দ্রুত গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র যোগাযোগের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

কল্যাণ ভবন নির্মিত হওয়ার সাথে সাথেই যাতে এর কার্যক্রম শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি সভাপতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, এ ভবনটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শুধু অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হবে না বরং এটি হবে একটি বাণিজ্যিক ভবন। এর প্রোসপেকটাস এখনই তৈরী করা প্রয়োজন, এ ভবন পরিচালনার জন্য কি কি পদে কতজন জনবল প্রয়োজন হবে তাও নির্ধারণ করে বোর্ডের সাংগাঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এখন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, এ জনবল হবে চৌকস, উদ্যোমি এবং নিবেদিতপ্রাণ যারা কর্পোরেট সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হবে এবং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে, বোর্ডের গতানুগতিক জনবলদিয়ে এ ভবন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না উল্লেখ করে সভাপতি সেনাকল্যাণ সংস্থার অনুরূপভাবে এ ভবন পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) যাত্রাবাড়ি মৌজার ১.৪৩ একর জায়গায় এবং মিরপুর-৬ এ অবস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাঠের কারখানার অব্যবহৃত চত্তরে স্থায়ীভাবে বোর্ডের গ্যারেজ নির্মাণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে জায়গা ২টি বরাদ্দ গ্রহণের লক্ষ্যে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র যোগাযোগ করতে হবে।

(২) সেনাকল্যাণ সংস্থার আদলে প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবনের প্রোসপেকটাস তৈরী করা এবং এ ভবন পরিচালনার জন্য কি কি পদে কতজন জনবল প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিসহ জনবল নিয়োগের কার্যক্রম এখনই শুরু করতে হবে যাতে কল্যাণ ভবন নির্মিত হওয়ার সাথে সাথেই এর কার্যক্রম শুরু করা যায়।

***বাস্তবায়নে:** মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।*

২.২। <u>বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।</u>

মহাপরিচালক সভায় অবহিত কারেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করে এগুলোকে আয়বর্ধক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে আহবায়ক করে স্থাপত্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও বোর্ডের কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

কর্তৃক প্রণীত কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার (প্রাক্কলিত ব্যয় ১.৭৫ কোটি) ও দশটি বিদ্যমান দোকান ঘরের পূর্ব পার্শ্বের খালি জায়গা দখলে রাখার স্বার্থে তিনটি নতুন দোকান ঘর নির্মাণসহ(প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ লক্ষ) ২.০০ কোটি টাকার একটি প্রাক্কলন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ১ম ও ২য় তলার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের জন্য ১২.০০ লক্ষ টাকার পৃথক একটি প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান যে, রাজশাহীর কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সার্বিক সংস্কারের জন্য ১,০৩,১৫,১৮২/- এবং ন্যূনতম সংস্কার ও মেরামত কাজের জন্য ৫১,০৮,৭৬০/- টাকার একটি সংশোধিত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে এবং খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের সার্বিক সংস্কারের জন্য ২০১৩ সালে প্রণীত ১,০৭,৪৮,৬৯৭/- টাকার একটি প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। উল্লিখিত তিনটি কমিউনিটি সেন্টার ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে করা সম্ভব এবং এ লক্ষ্যে বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগাম ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপপরিচালক চট্টগ্রাম বিভাগের কমিউনিটি সেন্টার এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কারের বিষয়ে তাঁদের পরিকল্পনা সভায় তুলে ধরেন। একইভাবে বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী এবং খুলনা রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় শহরে অবস্থিত বোর্ডের কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কারের বিয়য়ে তাঁদের পরিকল্পনাও সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছোট খাটো মেরামত ও সংস্কার করা হলে তা খুব একটা ফলপ্রসু হবে না। বরং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এর আমূল সংস্কার করে এগুলোকে আয়বর্ধক করে গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে আহবায়ক করে এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি রেখে একটি কমিটি গঠন করে সরিজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিত প্রাক্কলন তৈরী করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোকে আয়বর্ধক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রেখে বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে এগুলোর মেরামত ও সংস্কারের জন্য বিস্তারিত প্রাক্কলন তৈরীর জন্য নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

(০১) বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	*আহবায়ক*
(০২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	*সদস্য*
(০৩) স্থাপত্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপ প্রধান স্থপতি পদমর্যাদার)	*সদস্য*
(০৪) উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়	*সদস্য সচিব*

কমিটির কার্যপরিধি: সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোকে আয়বর্ধক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রেখে এ গুলোর মেরামত ও সংস্কারের বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রণয়ন করবেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে কমিটি প্রাক্কলনসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৩। কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব সোনালী ব্যাংক ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের হিসাব রিকনসাইল করে সমন্বয়।

এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, ২০০৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত কল্যাণভাতার কার্ডভিত্তিক মঞ্জুরিকৃত অর্থের চূড়ান্ত হিসাববিবরণী বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে রিকনসাইল করে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য বিগত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট থেকে রিকনসাইলকৃত হিসাববিবরণী পাওয়া গেছে। খুলনা বিভাগে সার্বক্ষণিক নিয়মিত উপপরিচালক না থাকায় খূলনা বিভাগে ২০০৬ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কল্যাণভাতার কার্ডভিত্তিক মঞ্জুরিকৃত অর্থের হিসাববিবরণীর সাথে ব্যাংকের হিসাব রিকনসাইল করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম জানান যে, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের উপজেলা পর্যায়ের শাখাসমূহ থেকে হিসাববিবরণী না পাওয়ায় রিকনসাইল চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা জানিয়েছে।

ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের রমনা কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করার পর সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা থেকে একটি হিসাববিবরণী ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করেছে, উক্ত হিসাববিবরণীর সাথে বিভাগীয় কার্যালয়েরে হিসাববিবরণী মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অচিরেই রিকনসাইল চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে বলে উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা সভাকে অবহিত করেন।

প্রধান কার্যালয়ের হিসাব রিকনসাইল করার জন্য সোনালী ব্যাংক এর জেনারেল ম্যানেজার (সরকারী হিসাব ও সার্ভিসেস ডিভিশন), প্রধান কার্যালয় বরাবরে পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে বলে মহাপরিচালক জানান।

এ বিষয়ে সভাপতি প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় থেকে কল্যাণভাতার কার্ডভিত্তিক হালনাগাদ হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে বোর্ডের একজন কর্মকর্তাকে সরাসরি সোনালী ব্যাংকের চেয়ামানের নিকট প্রেরণ করে ব্যাংকের সাথে হিসাববিবরণী রিকনসাইলের বিষয়টি দ্রুত নিস্পত্তির জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় থেকে কল্যাণভাতার কার্ডভিত্তিক হালনাগাদ হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংক লি. এর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। হালনাগাদ হিসাববিবরণীর একটি অনুলিপিসহ বোর্ডের একজন কর্মকর্তাকে সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করে ব্যাংকের সাথে হিসাববিবরণী রিকনসাইলের বিষয়টি দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৪ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের বিষয়ে বোর্ডের ২১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের জমির পরিমাণ ও ভবনের আয়তনসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করে পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের মোট জমির পরিমাণ ১৪.২৮ কাঠা ও ভবনের আয়তন ৭০১২ বর্গফুট (মূল ভবন- ৬৫৪৭.০০ বর্গফুট, ৯.০৯ কাঠা, সেমিপাকা ভবন- ৪৬৫ বর্গফুট, ০.৯২ কাঠা)।

আধুনিক সুযোগ সুবিধার সংস্থান রেখে কমিউনিটি সেন্টারের আমূল সংস্কার করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর পূর্ত কাজের জন্য ৯৯.০০ লাখ এবং বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ৬২.০০ লাখ টাকাসহ মোট ১.৬১ কোটি টাকার পৃথক ২টি প্রাক্কলন প্রণয়ন করেছেন।

বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় আরো অবহিত করেন যে, মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টার পরিদর্শন করে এর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতপূর্বক আয়বর্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্হাপন করা হলে হল ভাড়াবৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার এর আয় বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজের জন্য ব্যয় বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো সম্ভব হবে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে বলে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন।

প্রাপ্ত প্রাক্কলনসমূহ সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কমিউনিটি সেন্টারের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্কার কাজ ও শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন সংক্রান্ত প্রাক্কলন অনুমোদন করা যেতে পারে বলে সভায় সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুটিক/বাটিক প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরীকৃত পণ্যসমূহ প্রদর্শনের জন্য একটি প্রদর্শনী কক্ষ(Show Room) স্থাপনের বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্বুদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে এদের মধ্য থেকে সম্ভবনাময় মেধাবী উদ্যোক্তা তৈরী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সিদ্ধান্ত: (১) মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের আয় বর্ধনের লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রেখে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভায় উপস্থাপিত ১.৬০ কোটির প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়;

(২) প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ ও সংস্কার কাজের গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নিবিড় তদারকি করবে;

(৩) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুটিক/বাটিক প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরীকৃত পণ্যসমূহ প্রদর্শনের জন্য একটি প্রদর্শনী কক্ষ(Show Room) স্থাপন করা হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণ।

মহাপরিচালক জানান যে, ঢাকা মহানগরী ও আশে পাশের জেলাসমূহে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য ২৭/০১/২০১৪ খ্রি তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদেনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা অনুযায়ী জমি বরাদ্দের জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ বরাবরে গত ১২/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখে আবেদন করা হয়েছে। বিগত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবরে ১২/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পৃথক করবস্থান নির্মাণের গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে সভাপতি এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাকে অনুরোধ করেন। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য পৃথক কবরস্থানের জন্য জমি বন্দোবস্তের বিষয়ে তদারকি করবেন বলে সভাপতিকে আশ্বস্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের জন্য পুনরায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র দিয়ে তার অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাকে প্রদান করতে হবে।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কবরস্থানের জন্য জমি বন্দোবস্তের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের কার্যক্রম তদারকি করবেন।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা।

২.৬ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসনের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ৩০% প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ সংরক্ষণ সংক্রান্ত।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি শেষে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকা মহানগর বা প্রত্যেক বিভাগীয় ও জেলা সদরে রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সিডিএসহ অন্যান্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ৩০% প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ সংরক্ষণ করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৪/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করনে।

বিভিন্ন জেলায় কৃষি খাস/অকৃষি খাস/পরিত্যক্ত জমি বন্দোবস্ত নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য আবাসন প্রকল্প/ফ্লাট নির্মাণ করা যায় কি না সে বিষয়ে আগামী বোর্ড সভায় সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে সভাপতি অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত : সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চকরি শেষে নিরাপদ অবসরজীবন যাপনের সুবিধার্থে তাঁদের স্থায়ী আবাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ নিজ বিভাগের জেলাসমূহের খাস/অকৃষি খাস/ পরিত্যাক্ত জমির সন্ধান করবেন। খাস/অকৃষি/পরিত্যাক্ত জমি পাওয়া গেলে বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে সেখানে আবাসন প্রকল্প/ ফ্লাট নির্মাণের বিষয়ে পরবর্তী বোর্ড সভায় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করবেন।

বাস্তবায়নে: বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।

২.৭। স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হতে কল্যাণ তহবিলের নিয়মানুযায়ী চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম কর্তন সাপেক্ষে বোর্ডের সুবিধাদি প্রদান এবং পদসমূহ সংরক্ষণ।

মহাপরিচালক সভায় এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মোট অনুমোদিত জনবল-২১০ জন (স্টাফবাস কর্মসূচীর অনুমোদিত জনবল ১৬৩ জন এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুমোদিত জনবল ৪৭ জন)। সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত এ সকল কর্মচারীর চাকরি অনিয়মিত। সরকারী নিয়মানুযায়ী তাঁরা নিয়মিত কর্মচারীর ন্যায় বেতন-ভাতাদি, বার্ষিক বর্দ্ধিত বেতন, সিলেকশন গ্রেড (৪র্থ শ্রেণি ব্যতীত), টাইম স্কেল, ইত্যাদি পেয়ে থাকেন এবং মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের সময় লাম্পগ্রান্ট ও প্রতিবছর চাকরির জন্য ৩ মাসের শেষ আহরিত বেতনের সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসেবে পেয়ে থাকেন। তবে তাঁরা পেনশন সুবিধা পান না। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হলে তাঁরা পেনশনসহ বোর্ড এর আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী সকল সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন বলে তিনি উল্লখ করেন।

এ পর্যায়ে যুগ্ম সচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জানান যে, বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্থায়ী ও অনিয়মিত জনবল বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের একই ধরনের জনবল তাদের চাকরি স্থায়ী করার জন্য দাবী উত্থাপন করতে পারে। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে উক্ত কর্মচারীগণের দায়েরকৃত ৩০৯০/২০১৫ নং রিট পিটিশনের কথা উল্লেখ করে তিনি আরো জানান যে, রিট পিটিশনের অনিষ্পত্তি থাকা অবস্থায় এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।

বোর্ডের মহাপরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৬৩টি এবং মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ২১০টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনবধানতাবশত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উক্ত পদসমূহ যথাসময়ে সংরক্ষণের জন্য অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণে ১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অস্থায়ী ও অনিয়মিত পদ ভূতাপেক্ষ সংরক্ষণের

জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। একইসাথে ১ জুলাই, ২০১৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত পদসমূহ সংরক্ষণের জন্যেও তিনি প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাটি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: *(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্থায়ী কর্মচারীগণ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩০৯০/২০১৫ নং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে বোর্ডের সাংগাঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্থগিত থাকবে।*

(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৬৩টি এবং মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টিসহ মোট ২১০টি অস্থায়ী ও অনিয়মিত পদ ১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ভুতাপেক্ষ সংরক্ষণএবং ১ জুলাই, ২০১৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত পদসমূহ সংরক্ষণ করার অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৩। <u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৮৮,২৮,০০০,০০ টাকার একটি বাজেট অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাহায্য মঞ্জুরির কার্যক্রমসমূহ খুবই গতানুগতিক। সভাপতি শিক্ষাবৃত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, শিক্ষাবৃত্তি প্রকৃত মেধাবীগণ পাচ্ছে কি না এবং শিক্ষাবৃত্তির ফলে লেখাপড়ার গুণগত মানের উন্নতি হচ্ছে কি না এ বিষয়টি পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। তিনি কর্মকৃতিভিত্তিক (Performance based) বাজেট প্রণয়নের জন্য আহবান জানান এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বাজেট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: *(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ১৮৮,৪৪,২৮,০০০.০০ টাকার বাজেট(পরিশিষ্ট-খ) সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়;*

(২) গতানুগতিকভাবে বাজেট প্রণয়ন না করে কর্মকৃতিভিত্তিক (Performance based) বাজেট প্রণয়ন করা হবে;

(৩) বাজেট পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৪। <u>কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণ।</u>

২০০৫ ও ২০০৯ সালে সরকার কর্তৃক প্রদেয় জাতীয় বেতনস্কেলে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পেলেও কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা হয়নি উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন যে, বর্তমানে আরো একটি জাতীয় বেতনস্কেল বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। এ বেতনস্কেল বাস্তবায়িত হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন আরো বৃদ্ধি পাবে। নতুন স্কেলে বেতনবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কল্যাণ তহবিলের মাসিক

চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জানান যে, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমার চাঁদা ৭০% বৃদ্ধি করার জন্য একটি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে উপস্থাপন করা হলে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পর বেতন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে চাঁদা বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারসংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করেছেন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করে এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: ২০১৫ সালের নতুন জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমার চাঁদার হার বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৫-০৭। **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় মাসিক কল্যাণভাতার পরিমাণ, কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় বিশেষ চিকিৎসা ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায মঞ্জুরি এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ বৃদ্ধি।**

২০০৫ ও ২০০৯ সালে দুটি জাতীয় বেতনস্কেল বাস্তবায়িত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মৃত/অক্ষম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক কল্যাণভাতার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাসিক ১,০০০/- টাকা কল্যাণভাতা খুবই অপ্রতুল উল্লেখ করে মহাপরিচালক কল্যাণভাতার পরিমাণ ১০০০.০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০০.০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। একইভাবে সাধারণ চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরির সর্বোচ্চসীমা ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা থেকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে দেশে-বিদেশে চিকিৎসা মঞ্জুরির সর্বোচ্চসীমা ১.০০(এক) লাখ টাকা থেকে ৩.০০(তিন) লাখ টাকায় নির্ধারণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এসব সাহায্য মঞ্জুরির বর্তমান হার বাজারমূল্যের তুলনায় অবশ্যই অপ্রতুল উল্লেখ করে সাহায্য মঞ্জুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন করে বলেন যে, এ সব সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে বাজেটের ওপর তার প্রভাব কী পরিমাণ হবে তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। মহাপরিচালক এ প্রসঙ্গে বলেন যে, কল্যাণ ভাতার ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা হলে এবং সরকারি মঞ্জুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে প্রস্তাবিত হারে সাহায্য মঞ্জুরি প্রদান করা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি এ বিষয়ে বলেন যে, বিগত বছরসমূহে এ সব খাতে আবেদন ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হিসাব করে সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বাজেট বরাদ্দ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা হিসাব করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন। তিনি এসব হিসাব-নিকাশের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করে বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাব পেশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১.	জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-২), অর্থবিভাগ	-	আহবায়ক
২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব	-	সদস্য
৩.	জনাব তপন চন্দ্র বনিক, যুগ্মসচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য
৫.	উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্যসচিব

<u>কমিটির কার্যপরিধি:</u>

(১) কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন; (২) কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় মাসিক কল্যাণভাতার হার পুনর্নির্ধারণ; (৩) যৌথবীমার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন (৪) কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরি বৃদ্ধি ও বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানে প্রধান কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষমতার সমতা আনায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন; (৫) অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য মঞ্জুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন; (৬) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে দেশে-বিদেশে চিকিৎসার জন্য সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ; এবং (৭) উপর্যুক্ত বিষয়ে যে কোন পরিবর্তন/ পরিবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এ কি ধরনের সংশোধনী প্রয়োজন হবে সে সর্ম্পকে সুপারিশ প্রণয়ন; এবং (৮) এতদ্ব্যতীত কমিটির বিবেচনায় যে যে বিষয় বোর্ডের গোচরে আনা প্রয়োজন, ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত : উপযুক্ত কার্যপরিধি অনুসরণ করে কমিটি যতদূর সম্ভব স্বল্পতম সময়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৮। **বিবিধ:**

- **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর "মোটরযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো <u>ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা" অনুমোদন সংক্রান্ত</u>।**

সভায় বোর্ডের মহাপরিচালক জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ১১মে ১৯৯৯ তারিখে সম(পরি)প-৫/৯৮-১৪৮(২০০) নং অফিস স্মারকে জারীকৃত অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মোটরযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আলোচনান্তে খসড়া নীতিমালাটি নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয় তবে খসড়া নীতিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে বলে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মোটরযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালা নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয় তবে খসড়া নীতিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামতেরভিত্তিতে নীতিমালা কার্যকর করা হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

- <u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫" অনুমোদন সংক্রান্ত।</u>

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, তথ্য কমিশনের ২৫/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখের ৩কক/প্রশা-৮৫/২০১২-২৩৯২(ক) নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন ৬টি দপ্তর/সংস্থাকে স্বতন্ত্র "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা" প্রণয়নপূর্বক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ৬টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অন্যতম। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ মোতাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫" এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়।

এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন যে, তথ্য অবমুক্তকরণের বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। বৃহৎ আকারে "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা" প্রণয়ন না করে একটি বুকলেট আকারে তা প্রণয়নপূর্বক জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যেতে পারে। খসড়া নীতিমালাটি তাই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর খসড়া "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা" পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণয়ন করে পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

- **<u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠন ও কমিটির কার্যপদ্ধতি অনুমোদন।</u>**

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৩(৬) বিধি মোতাবেক জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১.০০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাহায্য মঞ্জুরির সুপারিশ করার নিমিত্ত একটি স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড, আবেদনসমূহ পুনঃযাচাই করার জন্য যাচাই বাছাই কমিটি এবং চূড়ান্ত সাহায্য মঞ্জুরির জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হবে মর্মে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৩(৬) বিধিতে উল্লেখ থাকলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন পদ্ধতি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য সাহায্য মঞ্জুরির আবেদনসমূহ ২৪ জুলাই, ১৯৯৭ সালে এস. আর. ও. নং ১৮২-আইন/৯৭ এর মাধ্যমে জারিকৃত এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৩৪(১)(গ) নং ধারায় রহিত একটি রিজিলিউশন(Resolution) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৩(৬) বিধি মোতাবেক জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১.০০ লাখ টাকা প্রদান করা যাবে। আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাহায্য মঞ্জুরির সুপারিশ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সভাপতি করে একটি স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড থাকবে এবং চূড়ান্ত সাহায্য মঞ্জুরির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে সভাপতি করে সাহায্য মঞ্জুরির একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য সাহায্য মঞ্জুরির আবেদনসমূহ ২৪ জুলাই, ১৯৯৭ সালে এস. আর. ও. নং ১৮২-আইন/৯৭ এর মাধ্যমে জারিকৃত এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৩৪(১)(গ) নং ধারায় রহিত রিজিলিউশন(Resolution) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

মহাপরিচালক আরো বলেন যে, প্রচলিত নিয়মে কল্যাণ বোর্ড হতে আবেদনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে আবেদনপত্রসহ তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তররে প্রেরণ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আবেদনসমূহ স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সাহায্য মঞ্জুরির সুপারিশসহ কল্যাণ বোর্ডে ফেরত আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ পুনঃপরীক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করতে হয়। বাছাই কমিটি কর্তৃক পুনঃপরীক্ষিত এবং সুপারিশকৃত আবেদনের অনুকূলে অর্থমঞ্জুরির জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। পদ্ধতিগত কারণে সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানে বেশি সময় লেগে যায়। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে আবেদনকারী সাহায্য মঞ্জুরি প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে থাকেন। এহেন দুঃখজনক ঘটনা এড়ানোর জন্য আবেদনসমূহ স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি ও সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৩(৬) বিধিটি সংশোধন করে বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করা প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করে মহাপরিচালক বলেন যে, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৩(৬) বিধি মোতাবেক বোর্ড কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে। সে অনুযায়ী একটি খসড়া কার্যপদ্ধতি প্রণয়ণ করা হয়েছে। প্রণীত খসড়া কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সভায় বিষদভাবে আলোচনা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি ও সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৩(৬) বিধিটি সংশোধন করে প্রণীত কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করার বিষয়ে সভায় সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন। আলোচনান্তে খসড়া কার্যপদ্ধতি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় এবং খসড়া কার্যপদ্ধতিটি পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: কর্মকর্তাগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে দিশে-বিদেশ চিকিৎসার জন্য সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির খসড়া কার্যপদ্ধতি নীতিগতভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়। তবে

খসড়া কার্যপদ্ধতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামতেরভিত্তিতে তা কার্যকর করা হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

- **মৎস গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-কে বোর্ড এর তালিকাভুক্ত সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন** ।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এর ৩২৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ১০১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠান দুটিকে বোর্ডের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনাকালে বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৮ মে, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় বোর্ড সভায় অন্য কোন সংস্থা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আপাতত স্থগিত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বোর্ডের বর্তমান জনবল, তহবিলের অবস্থা এবং কার্যক্রমের ব্যাপকতা বিবেচনা করে এ মুহূর্তে কোন সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে না মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: এ ধরনের কতটি সংস্থার আবেদন অনিস্পন্ন আছে এবং এ আবেদন মঞ্জুর করা হলে এর ধারাবহিকতায় এ ধরনের কতটি সংস্থা বোর্ডের আওতাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারে এবং এর ফলে বোর্ডের বাজেটের ওপর কতটা চাঁপ পড়বে ইত্যাদিসহ বোর্ডের বর্তমান জনবল, তহবিলের অবস্থা এবং কার্যক্রমের ব্যাপকতা বিবেচনা করে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।